দৈনিক ইত্তেফাক

10

তারিখ ... 0.6..MAR 1990
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6

সমৃদ্ধ বিশ্বের স্বপ্ন রূপায়নে সার্বজনীন শিক্ষা চাই ——— এরশাদ

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষা সার্বজনীন করার জন্য বিশ্বে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্পদ সংগঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধ বিশ্বের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে প্রতিটি লোককে সাক্ষর করিতে হইবে।

তিনি বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে গতকাল থাইল্যাণ্ডের জমতিয়েন হোটেলের হলে সবার জন্য

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষা শীর্ষক পাঁচদিনব্যাপী বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের ভাষণে এই ঐতিহাসিক সমাবেশ ও শতাব্দীর সুযোগকে কাজে লাগাইবার আহ্বান জানান।

ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং থাই সরকারের আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন থাইল্যাণ্ডের প্রিন্সেস মহা চকরি সিরিমধরন। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ডঃ ফেডারিকো মাইওর জারাগোজা অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল আরপ মোই এবং ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রডরিগো বরজা সিবিলস ভাষণ দেন। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম পরে ভাষণ দিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে আট সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। এই ধরনের প্রথম সম্মেলনটিতে ১৬৫টি দেশের দেড় হাজার প্রতিনিধি অংশ নিতেছেন।

ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কেনিয়া এবং ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্টদ্বয়, থাইল্যাণ্ডের প্রিন্সেস সিরিমধরন এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তা জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের প্রধানদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতে মিলিত হন।

সাক্ষরতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সারা বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যখন লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার সুযোগ নাই এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তখন এমন একটা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রায় এক শত কোটি মানুষ লিখিতে বা পড়িতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও নিরক্ষরতার অভিশাপ আর মৌলিক শিক্ষার অভাব সমগ্র বিশ্বের সঙ্গী হইয়া আছে।

বিগত দিনের ভুলভ্রান্তি ও অবহেলা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বআরোপ করিয়া তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী এবং প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে নূতন কার্যকরী অংশীদারদের একটা সাহসী নবজোট গড়িয়া তোলার জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

প্রেসিডেন্ট বলেন, এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে এমন এক সময়ে যখন অধিকতর শান্তিময় ও সহযোগিতামূলক বিশ্বের এক নূতন দশক শুরু হইয়াছে। নূতন শতাব্দী মানব জাতিকে এক সমতাপূর্ণ শান্তির যুগে স্বাগত জানানোর প্রতীক্ষায়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ আশা প্রকাশ করিয়া বলেন, আগামী দিনের সেই নূতন বিশ্বে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, সংঘাত এবং উত্তেজনা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করিবার মত অবস্থায় পৌছাইতেছে। এ কারণে, সামরিক খাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে উহা শিক্ষা খাতে ব্যয় করা যাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বে যে পরিবর্তনের শুভ সূচনা ঘটিয়াছে উহার পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগাইয়া সকলের জন্য শিক্ষার ব্যাপারটিকে আরও জোরদার করা যাইতে পারে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে তাহার সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা হইয়াছে। এ সমস্ত জরুরী সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার জন্য সংসদে আইন পাসসহ প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথক ট্রাষ্ট স্থাপন এবং শ্রমজীবী শিশুদের জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।